‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’-২০১৬ এবং ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’-২০১৬ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ১৮ ফাল্গুন ১৪২৩, ০২ মার্চ ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী,

অভিভাবক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ,

ছোট্ট সোনামণিরা,

উপস্থিত সুধী।

আসসালামু আলাইকুম।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মার্চ আমাদের স্বাধীনতার মাস। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ ও দু’লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

সুস্থ-সবল দেহ-মন এবং শিশুদের মনে দেশ ও জাতির প্রতি ভালবাসা তৈরিতে খেলাধুলা অপরিহার্য। খেলাধুলা শৃঙ্খলাবোধ, অধ্যবসায়, দায়িত্বজ্ঞান, কর্তব্যপরায়ণতা ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়। সাংস্কৃতিক বিকাশকে তবরান্বিত করে। অপরাধ প্রবণতা কমায়। মাদকাসক্তিসহ অন্যান্য নেতিবাচক প্রভাব থেকে তরুণ সমাজকে মুক্ত রাখে। এজন্য আমরা ‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’ এবং ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’সহ বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করছি।

সুধিবৃন্দ,

আজকে শেষ হয়ে গেল ‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’ এবং ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’ ২০১৬ এর চূড়ান্ত খেলা।

‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’ এ ২০১৬ সালে মোট ৩২ হাজার ১৩০টি খেলা অনুষ্ঠিত হয় যাতে অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৬৪ হাজার ২৬০টি। ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’ এ ৬৪ হাজার ১৯৬টি বিদ্যালয়ের অংশগ্রহণে মোট ৩২ হাজার ৯৮টি খেলা অনুষ্ঠিত হয় ।

টুর্নামেন্ট দু’টিতে ২১ লাখ ৮৩ হাজার ৭৫২ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এত বিপুলসংখ্যক ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহণে এধরণের ফুটবল টুর্নামেন্ট বিশ্বে বিরল। এর মাধ্যমে ফুটবল অঙ্গনে জাগরণ তৈরি হবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ টুর্নামেন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী, প্রতিযোগিতা ও দলগত মনোভাব, ঐক্য ও শৃঙ্খলাবোধ গড়ে উঠবে। তারা জানতে পারবে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ফুটবলের বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’-এর অবদান।

এই টুর্নামেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য খেলোয়াড়, সংশ্লিষ্ট স্কুল, কর্মকর্তা-কর্মচারি, স্থানীয় জনগণসহ সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

ছোট্ট সোনামণিরা,

আমরা যে দেশে বাস করছি। লাল-সবুজের যে পতাকা তা কিন্তু একদিনে আসেনি। এর পিছনে রয়েছে অনেক আত্মত্যাগের ইতিহাস।

আর যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি আত্মত্যাগ করেছিলেন, যিনি পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠির নির্যাতন এবং বঞ্চনা সহ্য করে জাতিকে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। তিনিই জাতির পিতা। পাকিস্তানি শাসনামলের ২৩ বছরের প্রায় অর্ধেকটা সময় তিনি জেল খেটেছেন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঐতিহাসিক ভাষণে জাতির পিতা ঘোষণা দেন ''এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।''

বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি ৯-মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় ছিনিয়ে আনে।

আর জাতির পিতার সকল কাজের অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবন ও যৌবনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন দেশ ও জনগণের সেবায়। বিভিন্ন সময়ে তিনি কারাভোগসহ নানা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছেন। সে সময়গুলোতে কান্ডারির মত হাল ধরেছিলেন বেগম মুজিব। তিনি একদিকে যেমন শক্ত হাতে সংসার ও সন্তানদের সামলিয়েছেন, তেমনি নিজের চাওয়া-পাওয়াকে বিসর্জন দিয়ে জাতির পিতার সংগ্রামের সহযোদ্ধা হিসেবে যুগিয়েছেন সাহস ও উদ্দীপনা।

শেখ মুজিবের বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠার পিছনে বঙ্গমাতার অবদান অসামান্য। তাই প্রেরণাদাত্রী এই নারীর অবদান ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হিসেবে তোমাদের জানা প্রয়োজন।

বঙ্গবন্ধু ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত হৃদয়বান ছিলেন। আমার দাদীর কাছে শুনেছি, আব্বার জন্য মাসে কয়েকটি ছাতা কিনতে হত। কারণ কিছুই নয়। কোন ছেলে গরীব, ছাতা কিনতে পারে না, দূরের পথ রোদ-বৃষ্টিতে কষ্ট হবে দেখে ছাতা দিয়ে দিতেন। এমনকি পড়ার বইও মাঝে মাঝে দিয়ে আসতেন।

শিক্ষকবৃন্দ,

আপনারা হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর। আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আপনারা পড়ালেখার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড যুক্ত করবেন। শিশুদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও জাতির পিতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে আপনাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই খেলাধুলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আমরা গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বিভিন্ন ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ করেছি। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত স্টেডিয়াম নির্মাণ, অবকাঠামো উন্নয়নসহ উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছি।

আমরা শিক্ষা ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার সরঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। আমরা খেলাধুলার প্রসারে আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি করেছি।

এখন আমাদের ক্রীড়াবিদরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। আমাদের মেয়েরা এএফসি অনুর্ধ্ব-১৪ ফুটবলে আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ভারতে অনুষ্ঠিত নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় আমরা রানার-আপ হয়েছি।

গত বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আমরা পাকিস্তান, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ জয় করেছি। প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনছেন।

ছোট্ট সোনামণিরা,

খেলায় হার-জিত নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই। সবচেয়ে বড় হল খেলায় অংশগ্রহণ করা। আজকের খেলার চ্যাম্পিয়ন দল দু'টিকে আমি অভিনন্দন জানাই। একই সাথে রানার্স আপ দল দু'টিকেও জানাই অভিনন্দন। আমি আশা করি, এখান থেকেই একদিন এমন খেলোয়াড় বেরিয়ে আসবে-যারা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

জাতির পিতা ছোটদেরকে খুব ভালবাসতেন। তিনি তোমাদের একটি দেশ দিয়ে গেছেন। তোমরাই এ দেশটাকে চালাবে। তোমরা বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার জীবন আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তুলবে। স্ব স্ব ধর্মের অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করতে হবে।

সকলের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মানসিকতা তোমরা গড়ে তুলবে। পারিবারিক, সামাজিক ও বিদ্যালয়ের কর্মকান্ড সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের ও অপরের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে। জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলতে হবে।

তোমাদের মনে রাখতে হবে আমরা বিজয়ী জাতি। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছি। বাঙালি কারও কাছে মাথা নত করে না, করবে না। তাহলেই তোমরা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

আসুন, আমরা সবাই মিলে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর শান্তিময় বাংলাদেশ গড়ে তুলি। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...